

সূরা আশ্ শো'আরা-২৬ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মুসলিম পঞ্জিতের অভিমত অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি একটি মক্কী সূরা। এর শিরোনাম 'আশ্ শো'আরা' বা কবিবৃন্দ। এই নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। আর উক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন জাতি তখনই সাফল্য লাভ করে যখন তাদের কথা ও কাজের মধ্যে সমৰ্থয় থাকে এবং কবিদের মতো শুধুমাত্র বাকসর্বস্ব হওয়াতে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর নয়। এই সূরার বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ধারা পূর্ববর্তী ঘোলটি সূরা থেকে ব্যতিক্রম-ধর্মী। কেননা সূরা ইউনূস থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুখ্যত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত সূরাগুলোর বক্তব্য কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু আলোচ্য সূরা থেকে মু'মিনদের উদ্দেশ্যেই বেশিরভাগ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ফলে সম্ভাষণের স্বরূপ, রীতি ও কার্যক্ষেত্র পালনে গেছে। এমনকি সূরাটির শুরুতে উপস্থাপিত "হরফে মুকাব্বাত" এর ব্যাপারেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাতে এই প্রসঙ্গ তুলে সমাপ্তি টানা হয়েছিল, এমন ধারণা করা নিতান্তই বোকামী যে প্রাচীনকাল থেকে চিরাচরিত ঐশী নিয়ম যেভাবে নবী-রসূলের মাধ্যমে কার্যকরী ছিল তা আল্লাহ তাআলা ধর্ম করে দিবেন। পরবর্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যাতে সে আল্লাহ তাআলার মহান গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করে এবং ঐশী আহ্বানে সাড়া দেয়। মানুষ যদি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য না বুঝে এবং তা পূর্ণ না করে তাহলে তার জীবনের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন নেই এবং তাকে ধর্ম করার জন্য আল্লাহর দ্বিধা করারও কোন কারণ নেই। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, মানবতার প্রতি অকৃত্রিম মমতা ও উদ্বেগের কারণে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যথিত চিন্তে সর্বদা এই আশক্ষা করতেন, মানুষ যেন তার কৃতকর্মের জন্য ধর্মসের কারণ হয়ে না পড়ে। তিনি ব্যাকুলভাবে কামনা করতেন যাতে মানুষ সম্ভাব্য ধর্ম থেকে রক্ষা পায়। আর মানুষের ধর্ম সাধন তো আল্লাহ তাআলা অভিষ্ঠেত ও পরিকল্পনার পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তো চান, মানুষকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির পথের সন্ধান করুক, অতঃপর সে তাঁর নৈকট্য অর্জন করুক। কিন্তু সে যদি তা করতে অস্বীকার করে তাহলে অস্বীকারজনিত পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, মানুষকে যদি স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষমতা না দেয়া হতো তাহলে সে শুধুমাত্র একটি যন্ত্র বা যন্ত্রমানবে পরিণত হতো এবং সেই অবস্থায় সে তার স্বষ্টার প্রতিচ্ছবি হিসাবে যে মর্যাদায় ভূষিত তা থেকে বঞ্চিত হতো। সুতরাং মানুষের উচিত ঐশী পরিকল্পনার আলোকে তার জীবনকে পরিচালিত করা। এটা না করলে মানুষ কিছুতেই সত্যিকার মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতেই এই দাবী করা হয়েছে, কুরআন স্বয়ং এর সত্যতার প্রমাণ ও যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট এবং এর সমর্থনে বাইরের কোন সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন নেই। অতঃপর বলা হয়েছে, পার্থিব জগতে মানুষের প্রয়োজন ও অভাব মিটাবার জন্য আল্লাহ তাআলা যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন সেই জন্য এটাই যুক্তিসংগত, আধ্যাত্মিক জগতেও আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করবেন। তারপর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত উপায়ে সূরাটিতে কয়েকজন নবী-রসূলের জীবনের কিছু বিবরণী দেয়া হয়েছে। প্রথমেই হ্যরত মুসা (আঃ) এর কাহিনী বর্ণনাপূর্বক দেখানো হয়েছে, কীভাবে ঐশী আদেশের অনুসরণে মুসা (আঃ) বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে নিতে সক্ষম হন। সত্যই পরিণামে বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাভূত হয়- এই শাশ্বত বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যার লক্ষ্যে সূরাটিতে এরপর সংক্ষিপ্তভাবে হ্যরত ইব্রাহীম, নূহ, হুদ, সালেহ, লৃত এবং শোআয়ব (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির কাছে প্রতিমা পূজার অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রমাণিত করেন। তারপর হ্যরত নূহ (আঃ) এর ঘটনায় দেখা যায়, কীভাবে তাঁর জাতি তাঁকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করেছিল যে তিনি সমাজের সকল উচ্চ ও নীচুর ব্যবধান বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। এর পর হ্যরত নূহ এবং সালেহ (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঐশী বাণী বাহক এই উভয় নবীই তাঁদের স্বজ্ঞাতিকে এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন যে সত্যিকার সফলতা জাগতিক উপকরণ ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্মল নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁদের জাতি এই শিক্ষা

এবং সতর্কবাণীকে নিতান্ত অবহেলাভরে বর্জন করেছিল। হয়রত লৃত এবং শোআয়ব (আঃ) এর স্বজাতিও তাঁদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার করেনি। হয়রত লৃত (আঃ) এর সম্প্রদায় এক অস্বাভাবিক পাপকার্যে নিজেদেরকে জড়িত রাখে। আর শোআয়ব (আঃ) এর জাতি বাণিজ্যিক লেন-দেনে বড়ই অসাধুতার পরিচয় দেয়। যে বিষয় নিয়ে সূরাটির শুরু হয়েছিল, সেটিই শেষাংশে পুনরায় আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আল্লাহর অবর্তীর্ণ বাণী, এর সত্যতা ও দাবীর প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থ নিজেই যুক্তিপূর্ণ নির্দেশন পেশ করে। শুধু তাই নয়, অতীতের নবী-রসূলগণও এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে গেছেন। এমনকি শিক্ষিত বনী ইসরাইলীদের অনেকেই তাদের হাদয়ের অন্তঃস্থলে এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করে, কুরআন স্বয়ং আল্লাহর বাণী। কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অতঃপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদেরকে কুরআনের শিক্ষার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, তারা কি অনুধাবন করে না কুরআনের মতো এমন অনুপম শিক্ষা কি কোন শয়তানের কাজ হতে পারে? কিংবা হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো একজন মানুষ কর্তৃক রচিত হতে পারে? এতে আরো বলা হয়েছে, কুরআনের অনেক বিষয় বা শিক্ষাই পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই শয়তান প্রকৃতির মানুষের এইসব ধর্মগ্রন্থের ঐশ্বী উৎসের মধ্যে তো হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে কোন সুযোগ ছিল না। শয়তান তো কেবল তাদের ওপরই অবর্তীর্ণ হয় যারা পাপী, মিথ্যাবাদী এবং তাদের কাজই হচ্ছে অসত্যের সমর্থন করা এবং নির্জলা মিথ্যার উদ্ভাবন করা। যারা কবি তারা এই ধরনের মিথ্যার সমর্থন ও ভক্তবৃন্দের অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে। তদুপরি তাদের অনুসারীরা সাধারণভাবে দুর্বল নৈতিকতার অধিকারী হয় এবং কোন নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে না। এছাড়া কবি এবং তাদের অনুসারীরা অর্থহীন বাগাড়ুর-প্রিয় হয়। আসলে তারা যা বলে তা কখনো কাজে পরিণত করে দেখায় না। অতঃপর সূরাটিতে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কতিপয় নির্দেশ প্রদানপূর্বক বলা হয়েছে, তিনি যেন তাঁর লোকদের নিকট আল্লাহর তওহীদ ও একত্রে বিষয় প্রচার করতে থাকেন এবং ইসলামের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাঁকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। কেননা তাঁরই নিরাপত্তা ও সাহায্যের আশ্রয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। পরিশেষে এই আশ্বাস বাণীসহ সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে, শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরসন ঘটাবেন এবং এমন এক স্থানে তাদেরকে একত্রিত করবেন যেখানে তারা সুখে-শান্তিতে অবস্থান করবে এবং পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এক আল্লাহর ইবাদত করবে।



সূরা আশ্ শো'আরা-২৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৮ আয়াত এবং ১১ রূপ

মঙ্গল-৫

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম কর্তৃণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

২। ভায়েবুন, সামী'উন 'আলীমুন অর্থাৎ পবিত্র, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ^{২০১৪}।

৩। ﴿এগুলো এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত^{২০১৪-ক}।

৪। তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে ﴿তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে^{২০১৪-খ}?﴾

৫। আমরা চাইলে তাদের ওপর আকাশ থেকে এমন এক নির্দশন অবতীর্ণ করতে পারি, যার সামনে তাদের ঘাড়^{২০১৫} নত হয়ে যাবে।

৬। ﴿আর 'রহমান' (আল্লাহর) পক্ষ থেকে তাদের কাছে যখনই কোন নতুন^{২০১৬} উপদেশবাণী আসে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

৭। তারা ﴿যেহেতু (প্রত্যেক নতুন নির্দশন) প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই যেসব বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্ধ করতো সেইসব (বিষয় পূর্ণ হওয়ার) সংবাদ তারা অবশ্যই পাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

طسم ②

تَلَكَ أَيُّهُ الْكِتَابُ الْمُبِينُ ③

لَعَلَكَ بِاِخْرَجَ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④

إِنْ تَشَاءْ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اِيَّهُ
فَظَلَّتْ اَغْنَى قُهْمَ لَهَا خَاضِعِينَ ⑤

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذُكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
مُخَدَّثٌ لَّا كَانُوا عَنْهُ مُغَرِّضِينَ ⑥

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسِيَّا تِبِّعُهُمْ اَنْبُو اَمَا كَانُوا يَهُ
بَشَّتْهُمْ ⑦

দেখুন ৪ ক. ১৪১ খ. ১২৪২; ১৫৬২; ২৭৪২; ২৮৪৩ গ. ১৮৪৭ ঘ. ২১৪৩, ৪৩ ঙ. ৬৪৩৫; ২২৪৪৩; ৩৫৪২৬; ৪০৪৬।

২০১৪। 'তা সীন মীম' এগুলো 'হুরফে মুকাভাআত' (সাংকেতিক বা সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা)। এখানে প্রতীকরণে 'তাহের' (পবিত্র) এর তা, 'সামী' (সর্বশ্রোতা) এর 'সীন' এবং 'মজীদ' (মর্যাদাবান) এর 'মীম' ইঙ্গিত করে, সূরাটি এই উপায়ে হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন, দোয়ার গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদা লাভের শিক্ষা দেয়। তফসীরাধীন এবং পরবর্তী তা সীন মীম মুকাভাআত-বিশিষ্ট দুটি সূরা একই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুতে পরম্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বহন করে। এগুলো প্রায় একই সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু এই সূরাগুলো বিশেষভাবে হ্যরত মুসা (আঃ) এর ঘটনাসমূহ কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে, সেহেতু কোন কোন তফসীরকার এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালাসমূহকে 'সীনাই' পর্বত এবং মুসা (আঃ) এর স্তুলে গ্রহণ করেছেন—তা সীনকে তৃতীয় সীনীন (সীনাই পর্বত) এবং মীমকে মুসা (আঃ) এর প্রতীকরণে নিয়েছেন।

২০১৪-ক। দেখুন টীকা ১৩৫৬।

২০১৪-খ। দেখুন টীকা ১৬৬৪।

২০১৫। হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর মর্মবেদনা বৃথা যাবে না। যদি তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর বিরোধিতায় ক্ষান্ত না হয় তাহলে শাস্তির নির্দশন তারা প্রত্যক্ষ করবে, যা তাদের প্রধানদেরকে অবমানিত এবং পর্যন্ত করবে। আ'নাক অর্থ প্রধানগণ (লেইন)।

২০১৬। 'নতুন' শব্দটি দ্বারা 'এক নতুন আকারে' অথবা 'নতুন বিবরণ সহকারে' অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটন হলো, সকল ধর্মের মৌলিক বিষয় এবং বুনিয়াদী শিক্ষাসমূহ পরম্পর সদৃশ এবং অভিন্ন, কেবল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এগুলো বিসদৃশ

৮। ^১তারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না, আমরা এতে (উদ্বিদের) কতই উন্নত জাতের জোড়া উৎপন্ন করেছি?

৯। নিশ্চয় এতে এক মহা নির্দশন রয়েছে। অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

^১ [১০] ১০। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী
৫ (ও) বার বার কৃপাকারী^{২০৯৭}।

১১। ^১আর (শ্বরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন
মূসাকে ডেকে (বলে)ছিলেন, 'তুমি যালেম জাতির কাছে
যাও,

১২। (অর্থাৎ) ফেরাউনের জাতির কাছে (এবং তাদের বল,)
'তারা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

১৩। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় ^২আমি
আশঙ্কা করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে
প্রত্যাখ্যান করবে

১৪। এবং আমার অন্তর সংকুচিত^{২০৯৮} হচ্ছে আর আমার
কথা(ও) ^৩জড়িয়ে যায়। তাই তুমি ^৪হারুনের প্রতিও
প্রত্যাদেশ পাঠাও।

★ ১৫। ^১আর কোন এক অপরাধে (অভিযুক্ত হওয়ার দরুন)
তারা আমাকে খুঁজছে^{২০৯৯}। অতএব আমি আশঙ্কা করছি তারা
আমাকে হত্যা করতে পারে।'

দেখুন ৪ ক. ৩৬৯৩৪-৩৭ খ. ২০৯২৫; ৭৯৯১-১৮ গ. ২০৯৪৬; ২৮৯৩৫ ঘ. ২০৯২৮ ঙ. ২৬৯১৪ চ. ২৮৯৩৪।

অথবা নতুন বিধান ঝুপান্তরিত এবং উন্নত আকারে অবতীর্ণ হয় যাতে তা অবতীর্ণ হওয়ার সময় জাতির অবস্থা, ধ্যান-ধারণা,
প্রয়োজনীয়তা ও অভাব মিটানোর দিক দিয়ে বিশেষ সময়োপযোগী হতে পারে। কোন কোন নবী শরীয়ত নিয়ে আসেন,
যদিও অন্যান্য অনেকে তাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসরণে কাজ করে থাকেন মাত্র।

২০৯৭। 'নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রতিপালকই মহাপ্রাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী' বাক্যের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, এই
সূরাতে বর্ণিত অন্যান্য নবীর অবস্থার সঙ্গে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর অবস্থা সদৃশ হবে। কিন্তু যেখানে এই সকল নবীর
বিরুদ্ধবাদীদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পাকড়াও করেছিলেন ও ধ্বংস করেছিলেন, সেখানে নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে
প্রাক্রমশালী খোদা তাঁকে বিজয় ও উন্নতি প্রদান করে এবং তাঁর জয়ের আনন্দ সৃষ্টি করে কেবল তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতার
নির্দশনই প্রকাশ করবেন না, অধিকতুল্য তাঁর জাতির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন। সে জন্য তাদের এক ক্ষুদ্র অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত
হবে বটে, কিন্তু এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা এবং করুণা লাভ করবে এবং অবশেষে তারা ঈমান
আনবে।

২০৯৮। হ্যরত মূসা (আঃ) বোধ হয় মনে করেছিলেন, বিরাট গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল, তিনি তা বহন করার
জন্য সম্পূর্ণ সক্ষম নন। নবুওয়তের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠোর গুরুভার। প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে মহান
নবী করীম (সাঃ) ও আতঙ্কগত হয়েছিলেন।

২০৯৯। এই শব্দ প্রতীয়মান করে, ফেরাউনের লোকেরা একজন মিশরীয়কে হত্যার অভিযোগে হ্যরত মূসা (আঃ)কে অভিযুক্ত
করেছিল। এই ঘটনা যাত্রা-পুস্তকের ২৪১১-১৫ এর মধ্যে বর্ণিত আছে এবং কুরআনেও ৮১৬-২১ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে,
যেখানে বর্ণিত আছে যে এটা পরিকল্পিত বা স্বেচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না। মূসা (আঃ) একজন ইসরাইলীকে রক্ষা করেছিলেন
যাকে একজন মিশরীয় মারছিল এবং এই এলোপাতাড়ি হাতাহাতির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি ঘটনাক্রমে নিহত হয়েছিল।

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَيَّ الْأَرْضَ كَمْ أَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ
عُلَى زَوْجِ كَرِيمٍ^①

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ^②

وَرَأَنَّ رَبَّكَ لَهُوا لِعَزِيزٌ الرَّحِيمُ^③

وَإِذَا نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ
الظَّلِيمِينَ^④

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ^⑤

قَالَ رَبِّي لَيْسَ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ^⑥

وَيَضِيقُ صَدْرِي ۖ وَلَا يَنْطِلِقُ لِسَانِي
فَأَذِسْلِي إِلَى هُرُونَ^⑦

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَلِكَ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ^⑧

১৬। ক্ষতিনি বললেন, ‘কখনো না! অতএব তোমরা উভয়ে আমাদের নির্দশনাবলীসহ যাও। নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের দোয়া) শুনবো।’

১৭। ‘অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, ‘নিশ্চয় আমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের রসূল’^{১০০}

১৮। (এবং) তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।’

১৯। (এতে) সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, ‘আমরা কি তোমাকে শৈশব থেকে আমাদের মাঝে লালনপালন করিনি? আর তুমি তো তোমার জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছিলে।

২০। আর তুমি তোমার কাজটিই করেছ, যা করা তোমারই সাজে এবং তুমি অকৃতজ্ঞ^{১০১}।’

২১। সে বললো, ‘আমি তো এ কাজ তখন করেছিলাম যখন আমি প্রকৃত অবস্থা জানতাম না’^{১০২}।

★ ২২। অতএব তোমাদেরকে তয় পেয়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে কর্তৃত ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আমাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন^{১০৩}।

দেখুন : ক. ২৮:৩৬ খ. ২৮:২২।

২১০০। এই আয়াতের ‘রসূল’ শব্দ এক বচন, অথচ কর্তা ‘ইন্দ্র’ এবং ক্রিয়া দ্বিচনে রয়েছে। আরবী ভাষায় কখনো কখনো দ্বিচনে অথবা বহু বচনে কর্তার জন্য এক বচন ব্যবহার সিদ্ধ (বায়ান)। আরো দেখুন ২৬:৭৮।

২১০১। মনে হয় হ্যরত মুসা (আঃ) কর্তৃক একজন মিশরীয় নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতি এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে। ফেরাউন নিজেকেও তার জাতি মিশরীয়দেরকে ইসরাইলীদের ‘মোহসেন’ অর্থাৎ মহা উপকারী বলে মনে করতো এবং একজন মিশরীয়কে হত্যার দরণ হ্যরত মুসা (আঃ)কে অকৃতজ্ঞরূপে অভিযুক্ত করেছিল।

২১০২। ‘যাল্লান’ থেকে ‘যাল্লা’ গঠিত, যার অর্থ সে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হলো, সে হতবুদ্ধি হলো, সে ভালবাসায় ডুবে গেল (লেইন)। যখন ইসরাইলী ব্যক্তিটি হ্যরত মুসা (আঃ)কে তার সাহায্যার্থে আহ্বান করেছিল তখন তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন না কি করতে হবে এবং অস্থির হয়ে অসহায় ইসরাইলী ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য (৮:১৬-২১) মুসা (আঃ) মিশরীয়কে এক মুষ্টাঘাত করলেন যা তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল। এই মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল। কারণ এক মুষ্টির আঘাতে কোন লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে না। অথবা এই আয়াতের মর্ম এরূপও হতে পারে, তাঁর জাতির লোকের প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে মুসা (আঃ) ইসরাইলী লোকটির সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মিশরীয় লোকটিকে ঘুষি মেরেছিলেন যার ফলে লোকটি মারা গিয়েছিল, যা ইচ্ছাকৃত ছিল না। এই অর্থও হতে পারে, ব্যাপারটি যে এত দূর গড়াবে তা তিনি জানতেন না।

২১০৩। মিশরীয় ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর হ্যরত মুসা (আঃ) এর পলায়নের পরবর্তী সময়ে তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির ঐশ্বী অনুগ্রহের ঘটনাটি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে, হ্যরত মুসা (আঃ) যা করেছিলেন তা অনিচ্ছাকৃত এবং ক্ষণিকের উন্নেজনার মুহূর্তে ঘটেছিল।

قَالَ لَلَّهُمَّ إِذَا دَاهَبَ إِيَّاً مَعْلَمَ
مُشْتَمِعُونَ^⑯

فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُوَّلَ رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ^⑰

آنَ آزِيلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

قَالَ أَلَمْ تُرِكَ فِيهَا وَلِيَدًا وَلَيْثَ
فِيهَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ^⑯

وَفَحَلَتْ فَخَلَّتْ الَّتِي فَعَلَتْ وَأَنْتَ مِنْ
الْكُفَّارِ^⑰

قَالَ فَعَلْتُهَا رَأَدًا وَأَنَا مِنَ الصَّابِرِينَ

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا حَفَّتْكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ^⑯

২৩। আর তুমি কি বনী ইসরাইলকে দাস বানিয়ে^{১০৪} আমাকে তোমার অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ’?

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمْهِلَّا عَلَيْهِ أَنْ عَبَدَتْ
بَرِئَّ لِشَرِّ إِيلَّا

২৪। ফেরাউন বললো, ‘ক্ষবিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! সে আবার কে^{১০৫}? ’

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ

২৫। সে বললো, (তিনি হলেন) ‘‘আকাশসমূহের, পৃথিবীর^{১০৬} এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই রয়েছে (এর) প্রভু-প্রতিপালক। (ভাল হতো) তোমরা যদি বিশ্বাসী হতে। ’

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهُ مَكَانٌ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

২৬। সে তার চারপাশের লোকদের বললো, ‘তোমরা কি শুনছ না^{১০৭} (মূসা কী বলে!)? ’

قَالَ لِمَنْ حَوَلَهُ أَكَّا تَشْتَمِعُونَ

২৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘(তিনি) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু-প্রতিপালক^{১০৮}। ’

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ

২৮। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, ‘‘তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রসূল নিশ্চয় পাগল^{১০৯}। ’

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُزِيلَ إِلَيْكُمْ
لَمْ يَجْنُونَ

২৯। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘‘(তিনিই) পূর্ব ও পশ্চিমের^{১১০} এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে (সব কিছুর) প্রভু-প্রতিপালক। (ভাল হতো) যদি তোমরা বুদ্ধিবিবেক খাটাতে। ’

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

দেখুন : ক. ২০৪৫০ খ. ৪৪৪৮ গ. ৪৪১৫ ঘ. ২৪১১৬; ৫৫১৮।

২১০৪। ফেরাউনের উদ্ভৃত মন্তব্যের প্রতিবাদে হ্যরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, তাঁর দলের লোকদের কোন মঙ্গল করেছিল এবং তেবে সেই উপকারের প্রতি ইঙ্গিত করতে যাওয়ায় তার (ফেরাউন) নিজেরই লজিত হওয়া উচিত। কারণ সে (ফেরাউন) বংশ পরম্পরায় তাদেরকে হীন দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল, যার ফলশ্রুতিতে ইসরাইলীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সর্বপ্রকার মর্যাদার অনুভূতি মরে গিয়েছিল।

২১০৫। মনে হয় পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হ্যরত মূসা (আঃ) এর এই প্রতি-উত্তরে ফেরাউন শোচনীয়ভাবে হতভম্ব হয়ে তৎক্ষণাত কথার মোড় ফিরিয়েছিল এবং সে আল্লাহ তাআলার সিফত, পবিত্র সত্তা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শন-শান্ত্রীয় আলোচনায় হ্যরত মূসা (আঃ) এর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিল।

২১০৬। ‘আকাশসমূহের ও এই পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক’ এই শব্দগুলো আল্লাহ তাআলার সাম্রাজ্যের অসীম পরিব্যাপ্তি বুঝায়।

২১০৭। হ্যরত মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে ফেরাউন তার লোকদেরকে এই বলে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তাদের উপাস্যগুলোকে অপমান করেছিলেন। কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের খোদাগুলোই সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করছে।

২১০৮। ২৫নং আয়াতে বর্ণিত উক্তিতে মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের আয়তনের অসীম ব্যাপ্তি বুঝিয়েছিলেন। বর্তমান আয়াতে তিনি আল্লাহর আধিপত্যে সময়ের অসীম ব্যাপ্তি বুঝিয়েছেন।

২১০৯। ফেরাউন তেবেছিল, মূসা (আঃ) কারো কথা শুনবেন না, বরঞ্চ পাগলের মতো নিজের কথা বলতেই থাকবেন এবং সে এভাবেই এতগুলো কথা বলেছিল।

২১১০। এই আয়াত আল্লাহ তাআলার সাম্রাজ্যের অসীমতা, এর গতিপথ এবং বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত অবস্থা বুঝায়।

৩০। ^১সে বললো, 'তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাবন্দী করে ছাড়বো।'

৩১। সে বললো, 'আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট কিছু নিয়ে এলেও কি?' ①

৩২। ^২সে বললো, 'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা নিয়ে আস।'

৩৩। তখন সে (অর্থাৎ মূসা) তার লাঠি ছুঁড়ে দিল। ^৩আর তৎক্ষণাত তা একটা দৃশ্যমান অজগরে পরিণত হয়ে গেল।

^২ [১৪] ৩৪। ^৪এরপর সে তার হাত বের করলো, তৎক্ষণাত তা ^৫দর্শকদের কাছে^{১১১} ধ্বনিবে সাদা বলে মনে হলো।

৩৫। ^৫সে তার চারপাশের প্রধানদের বললো, 'নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ যাদুকর।

৩৬। ^৬সে তার যাদুবলে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায়। অতএব তোমরা কী পরামর্শ দিতে চাও?' ②

৩৭। ^৭তারা বললো, 'তাকে ও তার ভাইকে (কিছুটা) অবকাশ দাও এবং (উপযুক্ত লোকদের) সমবেত করার জন্য শহরগুলোতে (লোক) পাঠাও।

৩৮। ^৮তারা তোমার কাছে সব শ্রেণীর সুদক্ষ যাদুকর নিয়ে আসবে।'

৩৯। ^৯এরপর এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হলো।

৪০। ^{১০}আর লোকদের বলা হলো, 'তোমরাও কি সমবেত হবে,

৪১। যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হলে আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি?' ③

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ رِلْهَا عَيْرِي لَا جَعَلْتَكَ
مِنَ الْمَسْجُونِينَ ①

قَالَ أَوْ لَوْ جَثْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ②

قَالَ فَأَتِ يَهْ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّدِيقِينَ ③

فَالْقُلْقَعَسَاهُ فَإِذَا هِيَ شُبَكَانْ مُّبِينٍ ④

وَ تَزَعَّمَ يَهَةَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
لِلشَّنَظِيرِينَ ⑤

قَالَ لِلْمَلَأَ حَوْلَةَ إِنَّ هَذَا لَسْحِرٌ
عَلِيهِمْ ⑥

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ
بِسْخِرَةٍ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ⑦

قَالُوا أَرْجِهِ وَ أَخْأُهُ وَ ابْعَثْ فِي
الْمَدَارِينَ خَشِيرِينَ ⑧

يَا تُوكَ يُكْلِ سَحَارٍ عَلَيْهِ ⑨

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ⑩

وَ قَيْلَ لِلْتَّارِسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمُونَ ⑪

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ
الْغَلِيْلِينَ ⑫

দেখুন ১. ক. ২৮৯৩৯ খ. ৭৯১০৭ গ. ৭৯১০৮ ঘ. ৭৯১০৯; ২০৯২৩ খ. ৭৯১১০ চ. ৭৯১১১; ২০৯৫৮,৬৪ ছ. ৭৯১১২; ১০৯৮০ জ. ৭৯১১৩ ঝ. ৭৯১১৪; ২০৯৫৯ ঝ. ২০৯৬০।

৪২। এরপর যাদুকরেরা যখন এসে গেল তারা ফেরাউনকে বললো, ‘আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য কি কোন পুরস্কার থাকবেঃ’

★ ৪৩। *সে বললো, ‘হাঁ। সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই (আমার) অনুগ্রহীতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’

৪৪। *মূসা তাদের বললো, ‘তোমাদের যা নিষ্কেপ করার তা নিষ্কেপ কর।’

৪৫। তখন তারা তাদের দড়ি ও লাঠি (মাটিতে) নিষ্কেপ করলো এবং বললো, ‘ফেরাউনের সম্মানের কসম! নিশ্চয় আমরাই বিজয়ী হব।’

৪৬। *তখন মূসা তার লাঠি নিষ্কেপ করলো। তৎক্ষণাৎ তা সেই মিথ্যাকে গিলতে লাগলো, যা তারা বানিয়েছিলঃ

৪৭। *অতএব যাদুকরদের সিজদাবনত করে দেয়া হলো।

৪৮। তারা বললো, ‘আমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম,

৪৯। *মূসা ও হাজনের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি।’

৫০। *সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, ‘আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই যে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এ-ই তোমাদের গুরু। সে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। অতএব তোমরা অচিরেই (এর পরিণতি) জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও তোমাদের পাঃ-ক পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিন্দু করে হত্যা করবো।

দেখুন : ক. ৭৪১১৫ খ. ৭৪১১৭; ১০৪৮১; ২০৪৬৭ গ. ৭৪১১৮; ২০৪৪৭০ ঘ. ৭৪১২১; ২০৪৭১ ঙ. ৭৪১২৩; ২০৪৭১ চ. ৭৪১২৪-১২৫; ২০৪৭২।

২১১২। এই যাদুকরেরা যাদুবিদ্যার পেশাদার ব্যবসায়ী ছিল বলে মনে হয়, যাদের নৈতিকতা অত্যন্ত নিষ্পত্তরের ছিল।

২১১৩। এ আয়াত এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, হ্যরত মূসা (আঃ) এর লাঠি যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলোকে গিলে ফেলেনি, বরং তাদের সমস্ত মিথ্যা ভেল্কিবাজীকে গিলে ফেলেছিল। অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর লাঠি তাদের সকল ভঙাচী ও প্রতারণা একেবারে নস্যাত করে দিয়েছিল। অধিকন্তু এটা মাত্র একটা লাঠি ছিল এবং কোন ‘অজগর’ বা সাপ ছিল না। এটা যাদুকরদের ধোঁকাবাজির মুখোশ খুলে ফেলেছিল, যা দর্শকদেরকে প্রতারিত করেছিল। যাদুবিদ্যার প্রভাবে দর্শকরা যে ভুয়া বস্তুগুলোকে বাস্তবে সাপ মনে করেছিল সেইগুলোকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

২১১৩-ক। ‘মিন’ অর্থ কারণও হয় (লেইন)।

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَرْسِنْ
كَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيْبِينَ ②

قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُمْ رَدَّ الْمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ③

فَأَلْقَوْا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيْمَهُمْ وَقَالُوا يَعْرِزَةً
فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَلِيْبُونَ ④

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
مَا يَا فِكُونَ ⑤

فَأَلْقَى السَّحْرَةُ سَجِدِيْنَ ⑥
قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ⑦

رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ⑧

قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ
رَانَةً لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمْكُمُ السَّحْرَةُ
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هُ كُفَطْعَنَ أَيْوِيْكُمْ
وَأَزْجَلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَلَاؤ صَلِيْبَنَكُمْ
أَجْمَعِيْنَ ⑨

৫১। ^كতারা বললো, ‘(এতে) কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাবঃ^{১১৪}।’

৩ ৫২। আমরা আশা রাখি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক ^كনিশ্চয় [১৮] আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আমরা সবার আগে ৭ ঈমান এনেছি।’

৫৩। ^كআর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম, ‘রাতের কোন এক (প্রহরে) আমার বান্দাদের এখান থেকে নিয়ে যাও। নিশ্চয় তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।’

৫৪। অতএব (লোক জড়ো করার জন্য) ফেরাউন বিভিন্ন শহরে সমবেতকারীদের পাঠালো

৫৫। (এ ঘোষণা দিয়ে) নিশ্চয় এরা সংখ্যায় অল্প একটি তুচ্ছ দল

৫৬। এবং (এমনটি) সত্ত্বেও এরা আমাদের রাগিয়ে তুলেছে^{১১৫},

৫৭। অথচ আমরা নিশ্চয়ই এক চৌকষ (সংঘবন্ধ) দল।’

৫৮। ^كঅতএব আমরা এদেরকে বাগান ও ঝরণাবিশিষ্ট (স্থান) থেকে বের করে দিলাম

৫৯। এবং ধনভান্ডার ও সম্মানজনক স্থান থেকেও (বের করে দিলাম)।

৬০। ^كএভাবেই (হয়েছে)। আর আমরা বনী ইসরাইলকে এ (ভূখণ্ডের) উত্তরাধিকারী করে দিলাম^{১১৬}।

৬১। ^كঅতএব তারা সূর্য উদয়কালে এদের পিছু ধাওয়া করলো।

দেখুন : ক. ৭৪:২৬; ২০:৭৩ খ. ৫:৮৫ গ. ২০:৭৪ ঘ. ৪৪:২৬,২৭ ঙ. ৪৪:২৯ চ. ১০:৯১ ২০:৭৯; ৪৪:২৪।

২১১৪। পূর্বের পেশাজীবী যাদুকররা কয়েক মিনিট আগেই ধন-দৌলত লাভের জন্য যে কোন নোংরা কোশল অবলম্বনে প্রস্তুত ছিল। তারাই এখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ঈমান আনতে এগিয়ে এল।

২১১৫। কোন এক জাতির মধ্যে আল্লাহর প্রেরিত নবীর আবির্ভাব সেই জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চিত জামিন, যদি তারা কেবল তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে অনুসরণ করে চলে। নবী তাদের মধ্যে এক নতুন জীবন সঞ্চার করেন, যা তাদের জীবনের সকল দৃষ্টিভঙ্গ বদলিয়ে দেয়। হ্যারত মূসা (আঃ) এর আবির্ভাবের পর ফেরাউন ইসরাইল জাতির লোকদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল এবং তা তাকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিয়েছিল।

২১১৬। তফসীরাধীন আয়াতের এই অর্থ নয়, মিশরীয় জাতির এবং ফেরাউনের পানির ফোয়ারাসমূহ, উদ্যানরাশি এবং ধনভাণ্ডারগুলো ইসরাইলীদেরকে অর্পণ করা হয়েছিল। ইসরাইল জাতি মিশর ত্যাগ করেছিল প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে কেনানের উদ্দেশ্যে, ‘যেখানে দুধ এবং মধু প্রবহমান’ ছিল। সেখানেই তাদেরকে সেই সমস্ত বস্তুগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে প্যালেস্টাইন ছিল উদ্যান ও বাণিসমূহের প্রাচুর্যে মিশরের সদৃশ।

قَاتُوا لَا ضَيْرَ زِإِنَّا لِي رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ^১

إِنَّا نَطَمْمُ أَن يَعْفَرَ لَنَا رَبِّنَا خَطِّنَا أَن
كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ^২

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن آسِرْ بِعَبَادِي
إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ^৩

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَآئِنِ خَشِّيَّنَ^৪

إِنَّهُوَ لَاءِ لِشَرِّدَ مَةَ قَلِيلُونَ^৫

وَلَانَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ^৬

وَإِنَّا لِجَمِيعٍ حَذَرُونَ^৭

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَعِيُوْنِ^৮

وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِبَّوِ^৯

كَذِلِكَ هَذَا وَرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ^{১০}

فَأَتَبْعَثُهُمْ مُشْرِقِينَ^{১১}

৬২। এরপর দুদল যখন একে অপরকে দেখতে পেল তখন মূসার সাথীরা বললো, ‘আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম^{১১১}!’

৬৩। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘কখনো নয়। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক আমার সাথে আছেন (এবং) অবশ্যই তিনি আমাকে (সঠিক) পথ দেখাবেন।’

৬৪। ^৫অতএব আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম, ‘তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর।’ তখন (সাগর) ফেটে (দুভাগ হয়ে) গেল এবং প্রত্যেক টুকরো উঁচু টিলার মত হয়ে গেল^{১১২-ক}।

★ ৬৫। আর আমরা অন্যদের (অর্থাৎ ফেরাউনের দলকে) সেই স্থানের কাছে আসতে দিলাম।

৬৬। ^৬আর আমরা মূসাকে এবং যারা তার সাথে ছিল তাদের সবাইকে উদ্বার করলাম।

৬৭। ^৭এরপর আমরা অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম।

৬৮। নিশ্চয় এতে এক বড় নির্দর্শন ছিল। (তবুও) তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি।

^৮[১৭] ৬৯। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী
^৮(ও) বার বার কৃপাকারী^{১১৩}।

৭০। আর তুমি তাদের কাছে ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও

৭১। ^৯সে যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলেছিল, ‘তোমরা কার উপাসনা কর?’

৭২। ^{১০}তারা বললো, ‘আমরা প্রতিমাসমূহের উপাসনা করি এবং এগুলোর (সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে) বসে থাকি।’

★ ৭৩। সে বললো, ‘তোমরা এগুলোকে যে ডাক এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়?’

দেখুন ৪ ক. ২৩৪৯৮ খ. ২০৪১; ৪৪৪৩১-৩২ গ. ২৪৫১; ৭৪১৩৭; ১৭৪১০৪; ২০৪৭৯ ঘ. ৬৪৭৫; ১৯৪৪৩; ২১৪৫৩; ৩৭৪৮৬-৮৭ খ. ২১৪৫৪; ২৬৪৭২।

২১১৭। হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গীরা দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল বলে প্রতিভাত হয়। এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ থেকেও তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় ৪ ৫৪-২২-২৩; ৭৪১৪৯; ২০-৮৭-৯২।

২১১৭-ক। এই শব্দগুলোর মর্ম ‘তোমার জাতিকে সাগরে নিয়ে চল’ একরূপও হয়। ‘আসা’ অর্থ গোত্র বা সম্প্রদায় (লেইন)।

২১১৮। কুরআনের সর্বাংশে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রচারাভিযানের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনিই প্রথম প্রতিমা-পূজা-বিরোধী আপোসহীন ব্যক্তি যার কার্যকলাপ ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে।

فَلَمَّا تَرَأَهُ الْجَمِيعُ قَالَ أَصْحَبُ
مُوسَى إِنَّا لَمُذْكُونٌ^{১১}

قَالَ كَلَّا هُنَّ مَعَيْ رَبِّي سَيِّدِهِنَّ^{১২}

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ
يَعْصَائِكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ^{১৩}

وَآزَلَفَنَا شَمَّا لِلْخَرَبِينَ^{১৪}

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ^{১৫}

شَمَّا أَغْرَقْنَا الْخَرَبِينَ^{১৬}

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً دَوْمَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنُينَ^{১৭}

وَرَأَنَّ رَبَّكَ لَهُوا لَعْزِيزُ الرَّحِيمُ^{১৮}

وَأَنْلَى عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَاهِيمَ^{১৯}

إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ^{২০}

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْتَلُ لَهَا عِكْفِينَ^{২১}

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذَا دَعْوَنَ^{২২}

৭৪। অথবা (এগুলো) কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে?’

أَوْيَنْفَعُونَ كُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ④

৭৫। ‘তারা বললো, ‘তবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এমনটিই করতে দেখেছি।’

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا كَذِلِكَ
يَفْعَلُونَ ⑤

৭৬। ‘সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) বললো, ‘তোমরা কিসের উপাসনা করে আসছ, তোমরা কি (তা) ভেবে দেখেছ,

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ⑥

৭৭। (অর্থাৎ) তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা?

أَنْتُمْ أَبَاوْكُمُ الْأَقْدَمُونَ ⑦

৭৮। অতএব নিশ্চয় এরা (সবাই) আমার শক্ত কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক ছাড়া,

فَإِنَّهُمْ عَذُولُونَ لِآلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ⑧

৭৯। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখান।

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيَنِي ⑨

★ ৮০। আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

وَالَّذِي هُوَ يُطِعِّمُنِي وَيَسِّرِيْنِ ⑩

৮১। আর আমি যখন পীড়িত হই তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন ১১১৯।

وَلَذَا أَمْرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ⑪

৮২। আর তিনিই আমাকে মৃত্যু দিবেন ১১২০। এরপর তিনিই আমাকে জীবিত করবেন।

وَالَّذِي يُمْيِتِنِي ثُمَّ يُحْيِيْنِ ⑫

৮৩। আর তাঁর কাছেই আমি আশা রাখি, বিচার দিবসে তিনি আমার পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

وَالَّذِي آطَمَمْ أَنْ يَغْفِرَ لِي حَطَّىْعَتِيْنِ يَوْمَ

الْقِيْمِ ⑬

৮৪। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে প্রজ্ঞা দাও এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَ الْحِقْرِيْ

بِالصَّلِحِيْنِ ⑭

৮৫। ‘আর পরবর্তীদের মাঝে আমার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন ১১২১।

وَاجْعَلْ لِيْنِ لِسَانَ صِدْقِيْ فِي الْأَخْرِيْنِ ⑮

দেখুন : ক. ২১৪৫৪; ৪৩৪২৪ খ. ২১৪৬৭; ৩৭৪৬-৮৭ গ. ১৯৪৫।

১১১৯। এই আয়াতে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) সকল পীড়া ও ব্যাধি নিজের প্রতি আরোপিত করেন এবং সকল প্রতিকার এবং রোগমুক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্য যা মানুষের ওপর নেমে আসে, তা তারই দ্বারা প্রকৃতির বিশেষ নিয়মাদি লঙ্ঘনের প্রতিফল। অতএব সে নিজেই এর জন্য দায়ী। ৪৪৮০ আয়াত দেখুন।

১১২০। এ স্তুলে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) রোগ-ব্যাধিকে নিজের প্রতি আরোপ করেছেন এবং মৃত্যুকে আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তাঁর মতে মৃত্যু কোন আতঙ্কের বিষয় বা এড়িয়ে চলার বিষয় নয় এবং বাস্তবিকই মৃত্যু একপ নয়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু সকল জীবনেরই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য পরিণতি এবং জীবনের মতই মৃত্যুও আল্লাহ তাআলার এক মহান অনুগ্রহ।

১১২১। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর এমনই সুনাম রেখে গেছেন যে পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মের অনুসারী- ইহুদী, খ্রিস্টান এবং ইসলামের অনুসারীরা তাকে তাদের বংশের আদিপুরুষ এবং আধ্যাত্মিক পুরুষরাপে শৃঙ্খার সঙ্গে স্মরণ করে।

৮৬। আর আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জানাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

৮৭। ^كআর আমার পিতাকেও ক্ষমা কর। নিশ্চয় সে ছিল বিপথগামীদের একজন।

৮৮। আর সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না^{۱۲۲} যেদিন তাদের (সবাইকে) পুনরুৎস্থিত করা হবে

৮৯। (এবং) যেদিন কোন ধনসম্পদ এবং পুত্ররাও কাজে আসবে না।

★ ৯০। ^كকিন্তু যে অনুগত হৃদয় নিয়ে আল্লাহ'র কাছে আসবে কেবল তাকেই (উদ্বার করা হবে)।

৯১। আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী^{۱۲۳} করে দেয়া হবে।

★ ৯২। আর বিপথগামীদের সামনে জাহানামকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে।

৯৩। আর তাদের বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদের তোমরা উপাসনা করতে

৯৪। আল্লাহ ছাড়া? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা (নিজেরা) প্রতিশোধ নিতে পারে?'

৯৫। অতএব ^كতাদের এবং বিদ্রোহীদেরও এতে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে

৯৬। ^كএবং ইবলীসের গোটা দলবলকেও (ফেলে দেয়া হবে)

৯৭। তারা সেখানে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করতে করতে বলবে,

৯৮। 'আল্লাহ'র কসম! আমরা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় ছিলাম

৯৯। যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করতাম।

দেখুন : ক. ১৯:১১৪; ১৯:৪৮; ৬০:৫ খ. ৩৭:৮৫ গ. ২৭:৯১ ঘ. ৭:১৯; ৩৮:৮৬।

২১২২। পুনরুৎস্থানকে বা'স বলা হয়। কারণ মৃত্যুর পরে মানুষকে নতুন এবং উন্নত মৌলিক মানসিক শক্তি দ্বারা সমন্ব্য করা হবে এবং তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য নতুন পথ খুলে দেয়া হবে।

২১২৩। এই উক্তির মর্ম, ধার্মিক লোককে পরম স্বর্গ-সুখ উপভোগের জন্য নতুন ও উৎকৃষ্টতর মানসিক শক্তি প্রদান করা হবে।

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ^{۸۷}

وَاغْفِرْ لِأَبِيهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الضَّالِّينَ^{۸۸}

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ^{۸۹}

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ لَا بَنْوَنَ^{۹۰}

إِلَامَنَ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ^{۹۱}

وَأَرْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِينَ^{۹۲}

وَبُرِزَّتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَوَّينَ^{۹۳}

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ^{۹۴}

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَ كُمْ أَوْ
يَنْتَصِرُونَ^{۹۵}

فَلَكُبِّكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوَنَ^{۹۶}

وَجْنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ^{۹۷}

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ^{۹۸}

تَائِلِهِ إِنْ كُنَّا لِفِي ضَلَّلٍ مُّبِينِ^{۹۹}

إِذْ نَسْوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ^{۱۰۰}

১০০। আর অপরাধীরাই আমাদের বিপথগামী করেছিল।

وَمَا أَصْلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ①

১০১। অতএব আমাদের জন্য (এখন) কোন সুপরিশকারী
নেই

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ ②

১০২। এবং কোন অস্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।

وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ ③

১০৩। ক্ষহায়! আমাদের যদি একবার (পৃথিবীতে) ফিরে
যাবার সুযোগ হতো তাহলে আমরা মু'মিনদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে
যেতাম।

فَلَوْ أَنَّ لَنَا هَرَةً فَنَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ④

১০৪। এতে নিশ্চয় এক বড় নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের
অধিকাংশই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْغٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑤

^{৩৬} ১০৫। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা
পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥

১০৬। নৃহের জাতি রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে
প্রত্যাখ্যান করেছিল,

كَذَّبُتْ قَوْمٌ نُوحًا لِلْمُزَسِّيلِينَ ⑦

১০৭। যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বলেছিল, ‘তোমরা কি
তাক্ওওয়া অবলম্বন করবে না?’

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقْوَى نَفْعَلُ ⑧

১০৮। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ⑨

১০৯। সুতরাং আল্লাহর তাক্ওওয়া অবলম্বন কর এবং আমার
আনুগত্য কর ১১২৪।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِئُوهُنِّ ⑩

১১০। ক্ষার আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই
না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-
প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

وَمَا أَشْرُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ⑪

১১১। অতএব আল্লাহর তাক্ওওয়া অবলম্বন কর এবং আমার
আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِئُوهُنِّ ⑫

১১২। তারা বললো, ‘আমরা কি (ভাবে) তোমার কথা
মানবো, গ্যেক্ষেত্রে সবচেয়ে নীচ শ্রেণীর লোকেরাই তোমার
অনুসরণ করছে?’

قَالُوا آتُؤُمُّنْ لَكَ وَاتَّبَعْكَ الْأَرْدَلُونَ ⑬

১১৩। সে বললো, 'তারা কী করে সে সম্পর্কে আমি কি জানি?

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑩

১১৪। তাদের হিসাবনিকাশ কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালকের
ওপর ন্যস্ত। হায়! তোমরা যদি বুবাতে ২১২৫।

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ⑪

১১৫। ক্ষেত্রে আমি মু'মিনদের তাড়িয়ে দিতে পারি না ২১২৫-ক।

وَمَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ⑫

১১৬। আমি তো একজন প্রকাশ্য সর্তর্কারী মাত্র।

إِنْ أَنَا إِلَّا تَذْيِيرٌ مُّمِينَ ⑬

১১৭। তারা বললো, 'হে নূহ! তুমি বিরত না হলে নিশ্চয় তুমি
প্রস্তরাঘাতে নিহতদের একজন হবে।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُوحُ لَتَكُونَ مِنَ
الْمَرْجُومِينَ ⑭

১১৮। ^৬ সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জাতি
^৭ আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ⑮

১১৯। অতএব আমার ও তাদের মাঝে এক চূড়ান্ত মীমাংসা
করে দাও এবং আমাকে ও যেসব মু'মিন আমার সাথে রয়েছে
তাদেরও উদ্ধার কর।'

فَأَفْتَخِرْ بَيْرِني وَبَيْنَهُمْ فَتَحَّاوة نَجَّرِني وَ
مَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑯

১২০। ^৮ অতএব আমরা তাকে এবং তার সাথে যারা ছিল
তাদেরকে এক বোঝাই করা নৌকার মাধ্যমে উদ্ধার করলাম।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ
الْمَسْخُونِ ⑰

১২১। ^৯ এরপর যারা বাকী রয়ে গেল আমরা তাদের ডুবিয়ে
দিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبِقِيقَيْنَ ⑱

১২২। নিশ্চয় এতে এক বড় নির্দশন রয়েছে। কিন্তু তাদের
অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاءِيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِينَ ⑲

^৬ [১৮] ১২৩। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা
১০ পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑳

দেখুন ৪ ক. ১১৪৩০ খ. ২১৪৭৭; ৩৭৪৭৭ গ. ৩৭৪৮৩; ৫৪৪১২-১৩; ৭১৪২৬।

২১২৫। কুরআন করীম এর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অবস্থায় উপযোগী অর্থ প্রকাশ করার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে পাঁচটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার
করেছে। সাধারণভাবে এগুলো সবই একরূপ। কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থের দিক দিয়ে এরা ভিন্ন ভিন্ন। শব্দগুলো হচ্ছে 'গুউর' অর্থ কোন বস্তুর বিশেষ
স্কৃতদ্রষ্টব্য জানার জন্য যে কোন ইলিয়ের সাহায্যে উপলক্ষ্য করা (২১৪৫৫); 'আক্ল' অর্থ যে কোন ব্যক্তিকে অসৎ পথ অবলম্বনে
বিরত রাখা (১২৪৩); 'ফিকর' অর্থ যেকোন বিষয়ে অনুধাবন করা এবং গভীরভাবে বিবেচনা করা (৬৪৫১); 'তাফকুহ' অর্থ জান অর্জনে
একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করা এবং তাতে বিশারদ হওয়া (৯৪১২২); এবং 'তাদাবুর' অর্থ কোন কিছুতে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য
বিবেচনা করা, বিচার-বিশ্লেষণ বা অধ্যয়ন করা (৪৪৮৩)।

২১২৫-ক। জীবনের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নবী-রসূলগণের এবং দুনিয়াদার লোকদের বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমোক্ত
ব্যক্তিগণ একজন মানুষের মূল্য এবং যোগ্যতা বিচার করে তার ক্রিয়া ও কর্ম দ্বারা, শেষোক্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করে তার পার্থিব সম্পদ
এবং তার সামাজিক মর্যাদা দ্বারা।

১২৪। *আদ (জাতিও) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল,

كَذَّبُتْ عَادٌ إِلَّمُسْلِيْنَ^{১৩}

১২৫। যখন তাদের ভাই হৃদ তাদের বলেছিল, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُوَدٌ آلَا تَتَقْوَنَ^{১৪}

★ ১২৬। নিচয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

إِنِّي لَكُمْ سُولٌ أَمِينٌ^{১৫}

১২৭। অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآطِيْعُونِ^{১৬}

১২৮। *আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

وَمَا آتَنَاكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ
لِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ^{১৭}

১২৯। তোমরা কি (নিজেদের গৌরব প্রকাশের জন্য) প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছ?

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبْعٍ أَيَّةً تَعْبَتُونَ^{১৮}

★ ১৩০। আর তোমরা দূর্গ ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলছ, যাতে তোমরা চিরস্থায়ী হতে পার^{১২৬}।

وَتَتَخَذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ^{১৯}

১৩১। আর তোমরা যখন কাউকে ধর, তোমরা পরাক্রমশালীর ন্যায় (তাকে) ধরে থাক।

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ^{২০}

১৩২। অতএব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآطِيْعُونِ^{২১}

১৩৩। আর তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদের সেইসব কিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যেগুলোকে তোমরা ভালো করেই জান।

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ^{২২}

দেখুন : ক.৭৯৬৬-৬৭ খ. ১১৪৫২।

২১২৬। এই আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত প্রমাণ করে, আদ জাতির লোকেরা এক শক্তিশালী এবং সভ্য জনগোষ্ঠী ছিল। সে যুগে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভৃত অঙ্গগতি সাধন করেছিল। তারা দূর্গ ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এবং বিরাট জলাধার নির্মাণ করতো। তাদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পৃথক পৃথক বাস ভবন ছিল, কারখানা ছিল এবং যান্ত্রিক পারদর্শিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড ছিল। তারা বিশেষভাবে স্থাপত্য উন্নত ও সুন্দর ছিল। তারা নতুন সমরাস্ত্র ও যুদ্ধের সামগ্রী উত্তোলন করেছিল এবং বিরাট বিরাট সৌধ নির্মাণ করতো। সংক্ষেপে তারা বর্তমানের পশ্চিমা জাতিসমূহের মতো এক অতি উন্নতমানের সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিল। জ্ঞানে তারা দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল, কিন্তু ইতিহাসের চরম শিক্ষা ভুলে বিশ্বতির কোলে সমর্পিত হয়েছিল। কেননা কোন জাতি তাদের প্রকৃত শক্তি পার্থিব বিষয়বস্তু থেকে আহরণ করতে পারে না, বরং উচ্চ আদর্শ এবং সৎ নেতৃত্বকৃত থেকে আহরণ করে থাকে। যেহেতু তারা নেতৃত্বকৃত দুশ্চরিত্ব এবং আধ্যাত্মিকভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে সংশোধন করণার্থে যুগ-নবীর সতর্ক বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি, সেহেতু তারা সেই ভয়াবহ নিয়তির শিকারে পরিণত হয়েছিল, যা ঐশ্বী সতর্কবাণী উপেক্ষাকারীর অনিবার্য পরিণতি হয়ে থাকে। আরো দেখুন ১৩২৩ টীকা।

১৩৪। তিনি গবাদি পশু ও সন্তানসন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন

أَمَّدَكُمْ بِإِنْعَامٍ وَّبَنِينَ ①

১৩৫। এবং বাগান ও ঝারণা দিয়েও (সাহায্য করেছেন)।

وَجَتَتِ وَعِيُونٌ ②

★ ১৩৬। 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দিনের আয়াবের ভয় করছি'।

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ③

১৩৭। তারা বললো, 'তুমি আমাদের উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।

قَالُوا سَوَاءٌ عَنِّيَا أَوْ عَظِّتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ
مِّنَ الْوَاعِظِينَ ④

১৩৮। এতো কেবল পূর্ববর্তীদের আচারআচরণ^{১১২৭} (যা তুমি আমাদের শিখাচ্ছ)

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْآَوَّلِينَ ⑤

১৩৯। এবং আমাদের কখনো আয়াব দেয়া হবে না'।

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ⑥

১৪০। ক্ষত্রিয় তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমরা তাদের ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয় এতে এক বড় নির্দশন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই দ্বিমান আনার মত লোক ছিল না।

فَكَذَّبُوهُ فَآهَلَخَنْهُمْ دِإَنْ فِي ذِلِّكَ
لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑦

^৭
[১৮] ১৪১। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা
^{১১} পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑧

১৪২। সামুদ (জাতিও)^{১১২৮} রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

كَذَّبَتْ شَمُودًا لِمُرْسَلِيهِنَ ⑨

১৪৩। যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِذَا قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَلِحٌ لَا تَشْقُونَ ⑩

দেখুন ৪ ক. ৭৪৭; ৫০১৫ খ. ৭৪৭; ১১৬২-৬৩; ২৭৪৬।

২১২৭। 'খুলুক' অর্থ অভ্যাস বা স্বভাব, প্রথা বা আচার-আচরণ, ধর্ম, মিথ্যা (লেইন)।

২১২৮। বর্তমান এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াত সামুদ জাতির প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছে। 'ফুতহশ-শাম' এর বর্ণনানুযায়ী তারা খুবই শক্তিশালী জাতি ছিল। তাদের শাসন এবং রাজ্য সিরিয়ার বস্রা শহর থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষি এবং স্থাপত্য-শিল্পে তারা অত্যন্ত উন্নতি করেছিল এবং তারা উচ্চস্তরের সুসভ্য জাতি ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই উপজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা খৃষ্টীয় সাল গণনার কিছু পূর্বে তাদের সময় নির্ধারণ করেন। তাদের বাসস্থানের নাম দিয়েছিল তারা হিজরা বা আগ্রা। 'আল হিজর', যা 'মাদায়েন সালেহ' (সালেহ্ শহরগুলো) নামে পরিচিত ছিল এবং সম্ভবত মদীনা ও তাবুকের মধ্যে এই সকল জনগোষ্ঠীর রাজধানী অবস্থিত ছিল এবং যে উপত্যকায় অবস্থিত ছিল তাকে 'ওয়াদী কুর' বলা হয়। কুরআন করীম এ সকল উপজাতিকে আদ জাতির অব্যবহিত উত্তর-পুরুষকরণে উল্লেখ করেছে (৭৪৭৫)। এটা উল্লেখযোগ্য যে হ্যরত নূহ, হ্যরত হুদ এবং হ্যরত সালেহ (আঃ) এর বিবরণ কুরআনের কয়েক স্থানে দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই একই বর্ণনাক্রম রাখ্বিত হয়েছে, অর্থাৎ হ্যরত নূহ (আঃ) এর বিবরণ হ্যরত সালেহ (আঃ) এর বিবরণের পূর্বে এসেছে এবং এটাই সঠিক কালক্রম-ভিত্তিক বিন্যাস। এতে প্রতিপন্ন হয়, ইতিহাসের ঘটনাবলী যা অতীতে বিস্তৃতির কোলে বিলীন এবং অস্পষ্টতায় নিমজ্জিত তাকে কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ে প্রকাশ করেছে। আরো টীকা ১৩২৬ দেখুন।

★ ১৪৪। নিচয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ^(১)

১৪৫। সুতরাং আল্লাহর তাক্ওওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ^(২)

১৪৬। আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

وَمَا أَشْلَكْمُ عَلَيْنِي مِنْ أَجْرٍ جَانِبْ
آجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ^(৩)

১৪৭। তোমাদের কি এখানে এভাবেই নিরাপদে বসবাসরত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে

أَتُشْرِكُونَ فِي مَا هُنَّا أَمْنِينَ^(৪)

১৪৮। বাগান ও ঝরণার মাঝে

فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ^(৫)

★ ১৪৯। এবং শস্যক্ষেত ও এমনসব খেজুর গাছের মাঝে, যার কাঁদিগুলো যেন (ফলভারে) ভেঙ্গে পড়ছে?

وَزُرْوَعٌ وَنَخْلٌ طَنَعُهَا هَضِيمٌ^(৬)

১৫০। আর তোমরা দক্ষতার সাথে পাথর কেটে পাহাড়পর্বতে ঘর নির্মাণ করছুন-ক।

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
فِرِهِينَ^(৭)

১৫১। অতএব তোমরা আল্লাহর তাক্ওওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ^(৮)

১৫২। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশের অনুসরণ করো না,

وَكَاتُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ^(৯)

১৫৩। যারা পৃথিবীতে বিশ্বজ্ঞলা সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না।

الَّذِينَ يُفِسِّدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ^(১০)

১৫৪। তারা বললো, 'তুমি তো কেবল যাদুগ্রস্ত লোকদের একজন'^(১১)।

فَالَّذِي لَمْ يَأْتِ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ^(১২)

১৫৫। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে কোন নির্দর্শন নিয়ে আস।'

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا إِنْ قَاتِ بِإِيمَانِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ^(১৩)

দেখুন : ক. ১১৪৫২ খ. ৭৪৭৫; ১৫৪৩ গ. ২৭৪৯।

২১২৮-ক। 'ফারেহীন' এর অর্থ অতি দক্ষতার সঙ্গেও হয় (লেইন)।

২১২৯। যেখানে হ্যরত নূহ এবং হ্যরত হুদ (আঃ) এর জাতি তাদের নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও জালিয়াতের অভিযোগ এনেছিল সেখানে হ্যরত সালেহ (আঃ) এর সততা ও নির্মল চরিত্রের প্রামাণিক সাক্ষ্য তাঁর জাতির লোকেরা নিজেরাই বহন করেছিল (১১৪৬৩)। এ জন্য তাঁকে এখানে ঘোষণা করা হয়েছে 'মুসাহাহার' রূপে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রবর্ধিত, প্রতারিত, ভ্রান্তপথে পরিচালিত, যাদুগীড়িত, কৌশলে পরাভূত বা পরিবেষ্টিত (লেইন)। কারণ হ্যরত সালেহ (আঃ) এর সরলতা, সততা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি স্বীকৃতিদানের সাথে

১৫৬। ৰ-সে বললো, 'এটি এক উটনী। এর পানি পানের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা হলো এবং তোমাদের জন্যও নির্ধারিত দিনে পানি (পানের) পালা থাকবে।

★ ১৫৭। ৰ-অতএব ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করবে না। তাহলে তোমাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর দিনের আয়াব নেমে আসবে'।

১৫৮। ৰ-তবুও তারা এর হাঁটুর রগ কেটে দিল। (এরপর) তারা খুব লাজিত হলো।

১৫৯। ৰ-তখন তাদের ওপর আয়াব নেমে এল। নিচয় এতে এক বড় নির্দশন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

^৮ [১৯] ১৬০। আর নিচয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা
১২ পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৬১। ৰ-লুতের জাতিও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

১৬২। যখন তাদের ভাই লুত তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

★ ১৬৩। নিচয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

১৬৪। অতএব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৬৫। আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

১৬৬। ৰ-তোমরা কি বিশ্বজগতে কেবল পুরুষদের কাছেই গমন কর

১৬৭। এবং তাকে পরিত্যাগ কর? যাকে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্বীকৃতে সৃষ্টি করেছেন? আসলে তোমরা সীমালজ্জনকারী জাতি।'

১৬৮। ৰ-তারা বললো, 'হে লুত! তুমি বিরত না হলে তুমি (এ জনপদ থেকে) নিচয় নির্বাসিতদের একজন হবে।'

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَّ تَحْمُمٌ
شَرْبٌ بَوْبِ مَغْلُومٌ^{১১}

وَلَا تَمْسُوهَا بِسْوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ
بَوْبِ عَظِيمٌ^{১২}

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَذِيرَيْنَ^{১৩}

فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ مَرَّانَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّهِي
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ^{১৪}

وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالِعِزِيزُ الرَّحِيمُ^{১৫}

كَذَّبُتْ قَوْمٌ لُّوطٌ إِلَمْرُ سَلِيْمَ^{১৬}

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لُوطٌ لَا تَتَّقُونَ^{১৭}

رَأَيْتِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ^{১৮}

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ^{১৯}

وَمَا آشَأْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَيَ
لَا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ^{২০}

أَتَأْتُوْنَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ^{২১}

وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ غَدُونَ^{২২}

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلْوُطُ لَتَكُونَ مِنَ
الْمُخْرَجِينَ^{২৩}

★ ১৬৯। সে বললো, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কুঅভ্যাসকে ঘৃণা করি।

১৭০। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা যা করছে তা থেকে তুমি আমাকে ও আমার পরিবারপরিজনকে উদ্ধার কর।’

১৭১। *সুতরাং আমরা তাকে ও তার পরিবারপরিজন সবাইকে উদ্ধার করলাম

১৭২। *এক বৃন্দা ছাড়া, যে পশ্চাতে অবস্থান করেছিল।

১৭৩। *এরপর আমরা অন্যদের ধ্বংস করে দিলাম।

★ ১৭৪। *আর আমরা তাদের ওপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। আর যাদের সতর্ক করা হয় তাদের (ওপর বর্ষিত) বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

১৭৫। নিশ্চয় এতে এক বড় নির্দর্শন ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

[১৬] ১৭৬। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা ১৩ পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৭৭। *অরণ্যে বসবাসকারীরাও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

১৭৮। যখন *শো'আয়্ব তাদের বলেছিল, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

★ ১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৮১। আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

১৮২। *তোমরা মাপ পুরোপুরি দিও এবং যারা কম করে দেয় তাদের দলভূক্ত হয়ে নান্দো।

قَالَ رَبِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ^(١)

رَبِّ نَجِيَّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ^(٢)

فَنَجَّيْنِهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ^(٣)

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِ بَيْنَ^(٤)

ثُمَّ دَمَّرَتَا إِلَّا خَرِينَ^(٥)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا جَفَسَاءَ مَطَرُ
الْمُمْدَدِ رِبَنَ^(٦)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ^(٧)

وَرَانَ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^(٨)

كَذَّبَ أَصْحَبُ لَئِكَةَ الْمُرْسِلِينَ^(٩)

لَا ذَاقَ لَهُمْ شَعَيْبَكَ آلَاتَتَّقْوَنَ^(١٠)

لِيْلِيْلِ كَفَرَ سُولَّ أَمْبَئُ^(١١)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ^(١٢)

وَمَا آشَكُوكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ^(١٣)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^(١٤)

- ★ ১৮৩। *আর তোমরা সঠিক দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করো।
- ★ ১৮৪। আর তোমরা *লোকদেরকে দ্রব্যের ন্যায মূল্যের কম দিও না এবং অমঙ্গল সাধন করে পৃথিবীতে পাপ করে বেড়িও না।
- ★ ১৮৫। আর তোমরা তাঁকে ভয় কর যিনি তোমাদের এবং প্রাচীন গড়নের প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন'।

১৮৬। তারা বললো, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন।

১৮৭। আর তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।

১৮৮। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আকাশ থেকে কোন একটি টুকরা আমাদের ওপর ফেলে দেখাও (তো দেখি)।'

১৮৯। সে বললো, 'তোমরা যা করছ আমার প্রভু-প্রতিপালক তা ভাল করেই জানেন' ১১৩।

১৯০। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। *এরপর এক ছায়া সৃষ্টিকারী মেঘের দিনের বিশ্বস্তী আয়াব তাদের ধরে ফেললো। নিশ্চয় তা ছিল এক ভয়ঙ্কর দিনের আয়াব।

১৯১। নিশ্চয় এতে এক বড় নির্দর্শন ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

দেখুন : ক. ১১৪৮৫ খ. ৭৪৮৬; ১১৪৮৬ গ. ৭৪৯২; ১১৪৯৫; ২৯৪৩৮।

২১৩০। কুরআনের একাধিক স্থানে (৭ম এবং ১১শ সূরা) এবং বর্তমান সূরাতেও পাঁচজন নবীর- হযরত নূহ, হযরত হৃদ, হযরত সালেহ, হযরত লূত এবং হযরত শোআয়ব (আলায়হিমুস্সালাম) এর নাম এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই অনু ক্রমে উল্লিখিত হয়েছে এবং অভিন্ন বাণী তাদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। সকল ধর্মের দুটি মৌলিক শিক্ষা- আল্লাহর তোহীদ এবং যুগ-নবীর আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রে তাঁর লোকেরা যে ধরনের রোগ-ব্যাধি এবং অনৈতিকভাবে ভুগছিল তার ওপরে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির লোকেরা সংযোগবিহীন স্বতন্ত্র গোত্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে সামাজিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ও সঙ্গল লোকেরা মিথ্যা মর্যাদার অহমিকায় ভুগছিল। তাদের ধর্মী ব্যক্তিরা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে মিশতো না। হযরত সালেহ (আঃ) এর গোত্রের লোকজন তাদের শক্তি, সম্মান এবং ধন-সম্পদের বড়ই করতো। হযরত লূত (আঃ) এর গোত্রের লোকেরা এক অতি অস্বাভাবিক, নীতি-বিগর্হিত এবং কলঙ্কময় যৌন কদাচারকে নির্লজ্জভাবে প্রশংসন দিয়েছিল। শো'আয়ব (আঃ) এর জাতি ব্যবসায় লেন-দেনে অসাধু ছিল। এই দোষগুলোর প্রত্যেকটির পৃথকভাবে সেই যুগ-নবীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যার গোত্রের লোকেরা যে দুশ্চরিতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার নবীগণের এটাই পদ্ধা, ধর্মের মূলনীতিসমূহের ওপর জোর দেয়া ছাড়াও যে সকল কল্যাণতায় তাদের জাতির জনগোষ্ঠী লিপ্ত হয় তাঁরা সেই সমস্ত বিশেষ বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকেন।

২১৩১। হযরত শো'আয়ব (আঃ) তাঁর জাতির লোকদের ওপর ঐশ্বী শাস্তি (কিসাফান' অর্থ ঐশ্বী আয়াব) অবতরণের উদ্দত আহ্বানের জবাবে বলেছিলেন, মানুষ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলে এটা জানা তাঁর কাজ নয় যে কখন কীরুপে শাস্তি অবতীর্ণ হবে। কেবল তাদের স্বষ্টি ও প্রভু আল্লাহ যিনি তাদের সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সর্বজ্ঞত তিনিই জানেন তাদের দাবি অনুযায়ী প্রাপ্য শাস্তির উপযোগী দুর্শর্ম তারা করেছিল কিনা।

وَزِئْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ⑩

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۚ لَا تَعْنَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ⑪

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَلَةَ
الْأَوَّلَيْنَ ⑫

قَالُوا إِنَّمَا آتَيْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ⑬

وَمَا آتَيْتَ إِلَّا بَشَرٌ قَاتَلَنَا ۚ وَإِنْ نَظُنْكَ لَمَنْ
الْكَذِيلِينَ ⑭

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ⑮

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑯

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ
إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ⑰

رَأَى فِي ذَلِكَ لَا يَهُ ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑱

- [১৬] ১৯২। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা
[১৪] পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

- ১৯৩। *আর নিশ্চয় এ (কুরআন) ১০২ বিশ্বজগতের প্রভু-
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ,

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

- ১৯৪। যা নিয়ে ‘রহুল আমীন’ ১০৩ অবতীর্ণ হয়েছে

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

- ১৯৫। তোমার হৃদয়ের ওপর ১০৪ যেন তুমি সতর্ককারী হও। *

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

- ১৯৬। এ (কুরআন) ৭ সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ করা
হয়েছে)।

بِلِسَائِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝

- ১৯৭। এবং নিশ্চয় (এর উল্লেখ) পূর্ববর্তীদের ১০৫ ঐশ্বী
পুস্তকসমূহেও ছিল।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝

- ১৯৮। তাদের জন্য কি এ এক বড় নির্দশন নয় যে বনী
ইসরাইলের আলেমরাও এ (কুরআন সম্পর্কে) জানে?

أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمَا يَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عِلْمًا
بَيْنَيْ إِشَارَاتِي ۝

- ★ ১৯৯। আর আমরা যদি এ (কুরআনকে) এক অনা঱বের প্রতি
অবতীর্ণ করতাম

وَلَوْنَزَلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝

দেখুন ৪ ক. ২০৪৫; ৫৬৪৮১ খ. ২৯৮; ১৬৪১০৩ গ. ১৬৪১০৮; ৮১৪৪৫; ৮৬৪১৩।

- ২১৩২। এই আয়াতের অভিপ্রায় এইরূপ যে কুরআনের নুয়ুল (অবতীর্ণ হওয়া) নতুন কোন ইন্দ্রিয়গাহ ব্যাপার নয়। উপরে বর্ণিত নবীগণের নিকট প্রেরিত ঐশ্বী-বাণীর মতো কুরআনের বাণীসমূহও আল্লাহ তাআলারই প্রত্যাদেশ। কিন্তু পার্থক্য কেবল এই যে পূর্ববর্তী নবীগণ নিজ জাতির জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কুরআন করীম পৃথিবীর সমগ্র মানুষ জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এই গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

- ২১৩৩। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ যে ফিরিশ্তা বহন করেছিলেন তাঁকে এই আয়াতে ‘রহুল আমীন’ অর্থ এক পরম বিশ্বস্ত আত্মারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্যত্র তাঁকে ‘রহুল কুদুস’ অর্থ পবিত্র আত্মা বলা হয়েছে (১৬৪১০৩)। পূর্ববর্তী বিশেষণ বা গুণবাচক উক্তির দ্বারা কুরআন প্রত্যেক ভুল-ক্রটি থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত বলে ব্যক্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী বিশেষণ ‘রহুল আমীন’ এর ব্যবহার করে এই ইঙ্গিত করে যে এর পাঠ্যসূচী ও বিষয়বস্তু সর্বপ্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐশ্বী আশুয়ে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকবে। এই গুণবাচক উক্তি একমাত্র কুরআনের বাণী সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা অন্যান্য ঐশ্বী গ্রন্থ সম্পর্কে চিরস্থানী ঐশ্বী সংরক্ষণের প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়নি এবং সময়ের ব্যবধানে সেগুলোর পাঠ্যাংশ মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপে কল্পিত হয়েছে। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, হ্যরত নবী করীম (সাঃ) নিজেই মক্কায় ‘আল আমীন’ অর্থাৎ বিশ্বস্তরূপে পরিচিত ছিলেন। এটা কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কী মহান এবং সপ্তাংস সমর্থনসূচক ঐশ্বী উপহারবাণী! কী পবিত্র ঐশ্বী সাক্ষ্য যে কুরআনের ওহী এক ‘আমীন’ কর্তৃক আর এক ‘আমীন’ এর নিকট নিয়ে আসা হয়েছিল!

- ২১৩৪। ‘আলা কুলবেকা’ অর্থ তোমার হৃদয়ের উপর, শব্দগুলো যোগ হয়ে এটাই স্পষ্ট করেছে যে কুরআনের ওহী হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর মনের অনুপ্রাণিত এবং নিজস্ব শব্দে প্রকাশিত বাণী নয়। বরং আল্লাহ তাআলার স্ব-উচ্চারিত শব্দ যা জিব্রাইল ফিরিশ্তার মাধ্যমে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর হৃদয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

- ★ [১৯৩ থেকে ১৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে, হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে কুরআন করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাঁর অপর নাম ‘রহুল আমীন’। আর এ কুরআন মহানবী (সাঃ) এর হৃদয়ে ওহীর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

- ২১৩৫। পূর্ববর্তী ঐশ্বী কিতাবসমূহে ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ) এর আবির্ভাব এবং কুরআনের ওহী সম্পর্কে পূর্বাভাস রয়েছে। এই বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক ধর্মের কিতাবগুলোতে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, কিন্তু কুরআনের পূর্বে ঐশ্বী কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ২০০। এবং সে তাদের তা পড়ে শুনাতো তবুও তারা কখনো
এর প্রতি ঈমান আনতো না।

২০১। এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে ১৩৩ এ (বিষয়টি)
চুকিয়ে দিয়েছি।

২০২। (অতএব) তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না যতক্ষণ
তারা যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দেখে না নিবে।

২০৩। আর এ (আয়াব) তাদের কাছে অকস্মাত তাদের
অজান্তে আসবে।

২০৪। তখন তারা বলবে, 'আমাদের কি কোন অবকাশ দেয়া
হবে?'

২০৫। তারা কি আমাদের আয়াব ত্বরান্বিত করতে চায়?

২০৬। তুমি কি ভেবে দেখনি, আমরা যদি কয়েক বছরের
জন্য তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতাম,

২০৭। এরপর যে (আয়াব) সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হতো
তা তাদের ওপর এসে পড়তো

২০৮। তাহলে যে সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তাদের দেয়া হতো
তা তাদের কোন কাজে আসতো না।

২০৯। আর কোন জনপদে সতর্ককারী না (পাঠিয়ে) আমরা
একে ধৰ্ম করিনি ১৩৭।

২১০। (এ হলো) এক বড় শিক্ষণীয় উপদেশ। আর আমরা
আদৌ যালেম নই।

২১১। আর শয়তান এ (কুরআন) নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি।

দেখুন ৪ ক. ২২৪৮; ২৭৪৭২-৭৩; ৫১৪১৫ খ. ২০৪১৩২; ২৮৪৬২ গ. ৬৪১৩২; ১১৪১১৮; ২০৪১৩৫; ২৮৪৬০।

ও সর্বাপেক্ষা বেশি পঠিত বাইবেল, এর মৌলিক অনাবিলতা ঐশ্বী বিধানের সম্পূরক অংশরূপে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সর্বাধিক সংখ্যক
বাণী বহন করে। দেখুন বাইবেলের পুরনো নিয়মের ইতীয় বিবরণ ১৪৪১৮ এবং ৩০৪২, যিশাইয় ২১৪১৩-১৭; সোলায়মান (আঃ) এর
গীত সংহিতা-১৪৫-৬, হবকুক ৩৩৩-৫, মথি ২১৪৪২-৪৫ এবং যোহন-১৬৪১২-১৪।

২১৩৬। অবিশ্বাসীদের এই বদ্ভ্যাস (অঙ্গীকার) বহিরাগত নয় এবং এর শিকড় তাদের নিজ অন্তরেই প্রোথিত। অসচরিত্বা ও পাপের
প্রশংস্য থেকে এর জন্য। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত এক সাধারণ সত্তা বর্ণনা করেছে, যখন কোন মানুষ পাপকে প্রশংস্য দেয় তখন এর
সম্বন্ধে তার সচেতনতা ভোঁতা হয়ে যায় এবং কালক্রমে সে এই পাপের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এরপেই পাপ 'পাপীর হন্দয়কে' ক্রমশ
ক্ষয় করে এবং অপবিত্র করে ফেলে।

২১৩৭। এই আয়াত আল্লাহ তাআলার পবিত্র নিয়মের প্রতি ইশারা করেছে যে নবী এসে সতর্ক না করা পর্যন্ত কোন জাতিকে শাস্তি প্রদান
করা হয় না। প্রথমে নবী প্রেরিত হন এবং তাঁর বিরোধিতা করে ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে যখন তারা নিজদেরকে শাস্তির যোগ্য করে
তোলে তখন তাদের ওপর আয়াব নেমে আসে (আরো দেখুন ১৭৪১৬; ২৮৪৬০; ২৮৪৩৮)।

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ⑥

كَذِلِكَ سَكَنْتُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑦

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑧

فَيَقُولُوا هَلْ تَحْنُ مُنْظَرُونَ ⑨

أَفَيَعْدَ أَبْنَائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ⑩

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ⑪

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ⑫

مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعِنُونَ ⑬

وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا لَهَا
مُنْذِرُونَ ⑭

ذَكْرِي شَوَّمَ كُنَّا ظَلِمِينَ ⑮

وَمَا تَرَزَّكَتْ بِهِ الشَّيْطِينُ ⑯

★ ২১২। আর এর যোগ্যতা তাদের নেই এবং তারা (এমনটি করার) সামর্থ্যও রাখে না^{১৩৮}।

وَمَا يَنْجِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ^{১৩৮}

২১৩। ^খনিচয়ই (ঐশীবাণী) শুনা থেকে তাদের দূরে রাখা হয়েছে।

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ^{১৩৯}

২১৪। ^খঅতএব তুমি আল্লাহর সাথে^{১৩৯} অন্য কোন উপাস্যকে ডেকো না। নতুবা তুমি আযাবপ্রাপ্তদের অস্তর্ভুক্ত হবে।

فَلَا تَذَمِّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُعَذَّبِينَ^{১৪০}

২১৫। আর তুমি তোমার নিকটাত্ত্বায়স্বজনদের সতর্ক কর^{১৪০}।

وَأَنِذْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ^{১৪০}

২১৬। ^গআর মু'মিনদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার (মমতার) ডানা মেলে ধর।

وَاحْفَصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ^{১৪১}

২১৭। এরপর তারা তোমার অবাধ্যতা করলে তুমি বল, 'তোমরা যা করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত^{১৪০-ক}'।

فَإِنْ عَصَوْكَ فَنْفُلْ رَفِيْ بِرِيْءٌ قِمَّا
تَحْمَلُونَ^{১৪২}

২১৮। ^ঘআর তুমি মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী (আল্লাহর) ওপর ভরসা কর,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ^{১৪৩}

২১৯। ^ঙযিনি তোমাকে তখনো দেখেন যখন তুমি (নামাযে) দাঁড়াও

الْخَيْرِ يَرِسَكَ حِينَ تَقُومُ^{১৪৪}

২২০। এবং সিজদাকারীদের মাঝেও তোমার ব্যাকুলতা (তিনি দেখেন)^{১৪৫}।

وَتَقْبِلَكَ فِي الشِّجَرِينَ^{১৪৫}

দেখুন : ক. ১১৪২১ খ. ১৭৪২৩,৪০; ২৮৪৮৯ গ. ১৫৪৮৯ ঘ. ২৫৪৫৯; ঙ. ৭৩৪২১।

২১৩৮। কুরআন মজীদে শয়তানের কোন হস্তক্ষেপ থাকতে পারে না, এই দাবির সমর্থনে তফসীরায়ীন আয়াত তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেছে : (ক) কুরআনের শিক্ষা সর্বাংশে কার্যকর এবং সমস্ত শয়তানী কার্যকলাপের প্রতি আপোসাইন নিম্না জ্ঞাপন করে, (খ) এটা এমনই উচ্চ গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যময় এবং মহিমাভিত্তি সত্য বহনকারী যে অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করা শয়তানের সকল ক্ষমতার উর্বরে (১৭৪৯), (গ) কুরআন করীম ইসলামের চৃড়াত বিজয় সম্বন্ধে মহাগোরবময় ভবিষ্যত্বান্বী উচ্চারণ করে। শয়তানেরা এই রূপ করতে পারে না। কেননা তবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা জ্ঞাত নয়।

২১৩৯। কুরআন শয়তানের কর্ম হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার একত্বের উপর কুরআন মজীদ এত বেশি জোর দিয়েছে যে, শয়তানের তৈরি কোন কিছু কখনো এরূপ করতে পারে না।

২১৪০। বর্ণিত আছে, এই আয়াত যখন অবর্তীগ হলো তখন নবী (সা): 'সাফা' পর্বতে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কুরায়শদের প্রত্যেক দলকে এবং গোত্রের লোকদেরকে ডাকলেন এবং ঐশী শাস্তি সম্বন্ধে হৃশিয়ার করে বললেন, যদি না তারা অসৎ পথ ত্যাগ করে তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদেরকে ধরে ফেলবে।

২১৪০-ক। তোমরা যা করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত, তোমরা যা কর আমি সেই সব থেকে পৃথক, তোমাদের কৃতকর্মের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি অধীকার করি।

২১৪১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রেতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

২২২। আমি কি তোমাদের জানাবো, কার প্রতি শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

هَلْ أَنِتُنُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ

২২৩। এরা প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী (ও) পাপীর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَা�كِ أَثْيَمٍ

২২৪। তারা (এদের কথায়) কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

يُلْقَوْنَ السَّمْمَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذَّابُونَ

২২৫। আর কবিদের (কেবল) বিপথগামীরা অনুসরণ করে।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوَةَ

২২৬। তুমি কি দেখনি, নিশ্চয় তারা লক্ষ্যহীনভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়।

أَكْمَلَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ دَارٍ يَبْيَهِمُونَ

২২৭। আর তারা তা-ই বলে, যা তারা করে^{১৪২} না,

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

২২৮। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, খুব বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হবার পর তারা এর প্রতিশোধ নেয়। আর যারা যুগ্ম করেছে অচিরেই তারা জানতে পারবে কোন্ প্রত্যাবর্তনস্থলে তাদের ফিরে যেতে হবে।

إِلَّا الَّذِينَ أَمْتَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ

১১
[৩৬]
১৫

২১৪১। তফসীরায়ীন আয়াত আঁ হ্যরত (সাঃ) এর সাহাবাগণের মহত্ত্ব এবং ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উজ্জ্বল সপ্রশংস সমর্থন। 'সাজেদীন' শব্দ তাঁদেরকেই (সাহাবা কেরাম) বুঝায়। এইরূপ আল্লাহওয়ালা লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আল্লাহর রসূল (সাঃ) মহিমাবিত ছিলেন। এরূপ আর একজন মহান নেতার উদাহরণ পেশ করতে মানবেতিহাস ব্যর্থ হয়েছে, যাঁর প্রেমিক অনুসারীরা অনুরূপ আত্মোৎসর্গকারী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

২১৪২। 'আঁ হ্যরত (সাঃ) একজন কবি ছিলেন' (২১৪৬), এই আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে এই আয়াতগুলোতে এবং এ জন্য তিনিটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, (১) কবিদের অনুগামী সঙ্গী-সাথীরা উচ্চ মার্গের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয় না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীরাগণ অত্যন্ত মহৎ আদর্শ এবং অত্যুচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, (২) কবিদের কোনরূপ স্থির আদর্শ থাকে না বা জীবনের কোন কর্মসূচী থাকে না। তারা ঠিক যেন প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর জীবনে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে এক অতি মর্যাদাপূর্ণ এবং মহত্তম লক্ষ্য ছিল, (৩) কবিরা যা প্রচার করেন তা নিজেরা বাস্তবে পালন করেন না। কিন্তু হ্যরত নবী করীম (সাঃ) কেবল শিক্ষা-গুরুই ছিলেন না, পরামর্শ তিনি সর্বোৎকৃষ্ট কর্মী এবং আদর্শ নমুনা ছিলেন।